POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

‘হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন।

(আল-বাকারা: ৪৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 13

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 Mar, 2025 26 রমযান-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ

সুতরাং তোমাদের যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।

(ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে,তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া- এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্যই তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকার) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের যে কেহ এই মাসকে পায়,সে যেন ইহাতে রোযা রাখে, কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণকর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদগিকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরাতুল বাকারা, আয়াত: ১৮৪-১৮৬)

সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর বাণী

☆ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا اِذَا اُمِرْتُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ .

অনুবাদ: হযরত আবু উমামা বাহিলি (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আঁ হযরত (সা.)কে হজ্জাতুল বিদা-র সময় খুতবা প্রদান করতে শুনেছি। হুযুর (সা.) বলছিলেন, ‘আল্লাহকে ভয় কর এবং পাচঁ ওয়াক্ত নামায পড়, এক মাসের রোযা রাখ, নিজের সম্পদের যাকাত দাও এবং আমি যখন কোন আদেশ করি তার আনুগত্য কর। যদি তোমরা এমনটি কর তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের (পক্ষ থেকে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযি, কিতাবুস সলাত, বাব মা ইয়াতাআল্লাকু বিস সলাত)

☆ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ۔ (بخاری کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان)

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি পূরণ করতে ও পুণ্যার্জনের অভিপ্রায়ে রমযানের রাত্রিতে উঠে নামায পড়ে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

☆ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ فَلَنْ يَقْضِيَهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ ۔ (مسند الدارمی بَابُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا)

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনও অব্যহতি বা অসুস্থতা ব্যতিরেকে রমযানের একটি রোযাও ত্যাগ করে এবং এর পরিবর্তে সে যদি আজীবন রোযা রাখে, তবুও সেগুলি তার সেই পরিত্যক্ত রোযার বিকল্প হতে পারবে না।

আমার অবস্থা তো এরূপ যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেই তবে রোযা পরিত্যাগ করি। আমার মানস রোযা পরিত্যাগ করতে চায় না। এগুলো বরকতমন্ডিত দিন এবং আল্লাহ্‌ তা’লার দয়াও কৃপা অবতীর্ণ হওয়ার দিন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পবিত্র রমযান সম্পর্কে এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, ‘আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। গ্রীষ্মকালে রমযানের আগমনের কারণে এর নাম রমযান রাখা হয়েছে-ভাষাবিদগণের এই মতের সঙ্গে আমি একমত নই। কেননা, আরবদের জন্য এর মধ্যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক উত্তাপ বলতে আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় উদ্দীপনাকে বোঝানো হয়েছে। ‘রময’ সেই উত্তাপকেও বলা হয় যার দ্বারা পাথরের মত বস্তু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রমযানের এ দিনগুলোর ব্যাপারে বলেন, রমযান মাস বরকতময় মাস, দোয়ার মাস। আমার অবস্থা তো এরূপ যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেই তবে রোযা পরিত্যাগ করি। আমার মানস রোযা পরিত্যাগ করতে চায় না। এগুলো বরকতমন্ডিত দিন এবং আল্লাহ্‌ তা’লার দয়া ও কৃপা অবতীর্ণ হওয়ার দিন।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

একদিন মহানবী (সা.)–কে খোদা তা'লা জানিয়েছেন যে, এই শহরের বিজয় হযরত আলীর হাতে নির্ধারিত। তিনি (সা.) সকালে এই ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামের কালো পতাকা আজকে তার হাতে প্রদান করব যাকে খোদা তা'লা ও তাঁর রসুল এবং মুসলমানরা ভালোবাসে। এই দুর্গের বিজয় খোদা তা'লা তার হাতে নির্ধারিত করেছেন। এরপর দ্বিতীয় দিন সকালে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)–কে ডাকেন এবং তার হাতে পতাকা তুলে দেন, যিনি সাহাবীদের সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে দুর্গের ওপর আক্রমণ করেন। ইহুদীরা দুর্গের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীকে সেদিন এমন শক্তি প্রদান করেছিলেন যে, সন্ধ্যার আগেই দুর্গ জয় হয়ে যায়।"

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

"শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। আল্লাহ্তা'লার কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। তোমরা জানো না যে, তোমাদেরকে কোন্ পরীক্ষায় নিপতিত করা হবে। তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি n। তখন এই দোয়া করো যে, اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ وَنَوَاصِيْنَا وَنَوَاصِيْهُمْ بِيَدِكَ وَإِنَّمَا تَقْتُلُهُمْ أَنْتَ- অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রভু প্রতিপালক, তাদের ও আমাদের ভাগ্য তোমার হাতে। তুমিই তাদেরকে হত্যা করবে। "

[খায়বারের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.)–এর ভাষণ]

খায়বারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও আঁ হযরত (সা.)–এর জীবনীর বর্ণনা

ফিলিস্তিনীদের জন্য বিশেষ করে এবং মুসলিম বিশ্ব ও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান

আরব বিশ্ব এখনও তারা চোখ খুলুক এবং ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করুক। এছাড়া পথ নেই। অন্যথায় কেবল ফিলিস্তীন–ই নয়, সমগ্র আরব ভূ–খণ্ড গভীর সংকটের সম্মুখীন হবে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (৭ তবলীগ,, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, খায়বারের যুদ্ধের স্মৃতিচারণ চলছিল। মহানবী (সা.)–এর খায়বার অভিমুখে যাত্রার বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.)–এর নেতৃত্বে ১৬০০ নিবেদিত প্রাণ লোকদের একটি সৈন্যদল মদীনা হতে রওয়ানা হয়। এতে দুইশত অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু যাত্রার পূর্বে মহানবী (সা.) একটি সংবাদ সংগ্রহকারী দল সম্মুখে প্রেরণ করেন যার কাজ ছিল সেনাদলের সামনে থেকে পথের দেখাশোনা করা এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর আনসারী (রা.)। খায়বারের পথঘাট চেনার জন্য দুইজন পথপ্রদর্শককে কুড়ি সা' খেজুরের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নেওয়া হয়েছিল। কুড়ি সা' অর্থাৎ পঞ্চাশ কিলো। তাদের নাম হাসিল বিন খারেজা আশজায়ি এবং আব্দুল্লাহ্ বিন নুআয়েম বলে উল্লেখ রয়েছে আর তারা উভয়ে আশজা'আ গোত্রের সদস্য ছিল।

মদীনা হতে খায়বার অভিমুখে যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিয়ে তারা 'সাহবা' নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে নামাযের সময় হলে নামায আদায় করে নেওয়া হয়। অতএব বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) 'সাহবা'–তে আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি (সা.) খাবারের জন্য কিছু চেয়ে পাঠান। সৈন্যদলের কাছে শুধুমাত্র ছাতু ছিল আর তিনি (সা.) এবং সাহাবীরা সেটিই গ্রহণ করেন। রেওয়ায়েতকারী বর্ণ না করেন যে, এরপর তিনি (সা.) মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ান আর তিনি (সা.) কুলি করেন এবং আমরাও কুলি করি। এরপর তিনি (সা.) নামায পড়েন, কিন্তু পুনরায় ওযু করেন নি। সাহবা এবং খায়বারের মাঝে বারো মাইলের দূরত্ব ছিল।

সফরকালে এমন কিছু ঘটনাও ঘটে যা থেকে বোঝা যায় যে, এমন জরুরী অবস্থাতেও মহানবী (সা.) সাহাবীদের তরবিয়তের প্রতি কতটা খেয়াল রাখতেন আর নিয়ম–শৃঙ্খলা ও আনুগত্য এবং আদেশ পালনের মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকতেন।

এ ধরনেরই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাতে সৈন্যদলের সামনে একটি উজ্জ্বল বস্তু চলমান অবস্থায় দেখা যায়। মহানবী (সা.) চিন্তিত হন আর খবর নিয়ে জানা যায় যে, ইসলামী সৈন্যদলেরই একজন যোদ্ধা ছিল যে সেনাদল থেকে বেরিয়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হচ্ছিল। আর তার মাথার শিরস্ত্রাণ রূপা নির্মিত হওয়ায় তা চকচক করছিল। তার নাম ছিল আবু আবস। তিনি (সা.) বলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হযরত আবু আবস বর্ণনা করেন যে, আমি একথা ভেবে শঙ্কিত হই যে, কোথাও আমার বিষয়ে কিছু অবতীর্ণ হয়নি তো, (কেননা) আমি ভুল করেছি। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় মহানবী (সা.)–এর কাছে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সৈন্যদল ছেড়ে তুমি কেনো একা একা সামনে অগ্রসর হচ্ছিলে? যাহোক, তিনি তার কারণ তুলে করেন। মহানবী (সা.) তখন উপদেশ দিয়ে বলেন, সৈন্যদলের সাথেই চলা উচিত। এরপর মহানবী (সা.) তার সাথে কথা বলতে থাকেন। তিনি সে সকল অসহায় সাহাবীদের একজন ছিলেন যাদের কাছে এই যুদ্ধে আসার জন্য কোনো পাথেয় ছিল না আর তিনি মহানবী (সা.) এর সকাশে এই বলে উপস্থিত হয়েছিলেন যে, হে আল্লাহ্র রসুল (সা.)! আমার নিকট কোনো পাথেয় নেই আর আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও ঘরে নেই। তখন মহানবী (সা.) নিজের একটি চাদর তাকে দান করেন। এই বিজ্ঞ সাহাবী চাদরটি নিয়ে বাজারে যান এবং বলেন যে, এটি মহানবী (সা.) দান করেছেন আর আট দিরহামে সেটি বিক্রি করে দেন। দুই দিরহামে তিনি ঘরের জন্য খাদ্য সামগ্রি ক্রয় করেন, অর্থাৎ ঘরের খরচ পূরণ করেন, দুই দিরহামে পাথেয় নেন, আর বাকি চার দিরহাম দিয়ে নিজের জন্য একটি চাদর ক্রয় করে সৈন্যদলে এসে যোগ দেন। আলাপচারিতার মাঝেই মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তোমাকে যে চাদর দিয়েছিলাম সেটি কোথায়? তিনি নিবেদন করেন, সেটি তো আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। অতঃপর সেই পুরো বৃত্তান্ত শোনান যা এখনই বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) আবু আবস–এর এ কথা শুনে মুচকি হাসেন এবং বলেন,

হে আবু আবস! তোমরা এখন অতি দরিদ্র। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি তোমরা জীবিত থাকো ও দীর্ঘায়ু লাভ করো তাহলে কিছু কাল পরেই তোমরা দেখবে যে, তোমাদের পাথেয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের কাছে দিরহাম ও দিনারের প্রাচুর্য হবে এবং দাস-দাসীরও আধিক্য থাকবে। কিন্তু এসব তোমাদের জন্য খুব উত্তম হবে না। হযরত আবু আবস মহানবী (সা.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছেন। আর তিনি বলতেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! সবকিছু ঠিক সেভাবেই হয়েছে যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন। আবু আবস-এর পরিচয় হলো, তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল উয্যা। মহানবী (সা.) তা পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখেছিলেন। তিনি সত্তর বছর আয়ু লাভ করেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান এবং তাকে জান্নাতুল বাকী-তে দাফন করা হয়। মহানবী (সা.) বনু গাতফানের নিকট সন্ধির বার্তাও প্রেরণ করেছিলেন। যেমনটি এখনই বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় 'সাহবা'নামক স্থানে বিরতি দেন এবং আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানেই আদায় করেন। এ স্থানটি খায়বার থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। নামায আদায় শেষে তিনি (সা.) উভয় পথপ্রদর্শককে ডাকেন এবং নিজ রণকৌশল তাদের নিকট বর্ণনা করে বলেন, আমি এমনভাবে খায়বারে আক্রমণ করতে চাই যে, একদিকে খায়বারবাসী ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিবন্ধক হয়ে যাব, যেন তারা সেখান থেকে পালিয়ে সিরিয়ার দিকে না যেতে পারে। আর পাশাপাশি বনু গাতফান গোত্রের মাঝেও প্র তিবন্ধক হয়ে উঠব যেন তারা এই ইহুদিদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। হাসিল নামক পথপ্রদর্শক সৈন্যদের নিয়ে রওয়ানা হয় আর এমন এক স্থানে পৌঁছে থেমে যায় যেখান থেকে বিভিন্ন পথ খায়বারের সেই উপত্যকা অভিমুখে যায়। মহানবী (সা.) তার নিকট সেই সমস্ত পথের নাম জিজ্ঞেস করেন। তখন সে হাযান, শাশ, হাতেব ইত্যাদি নাম বলে যা অর্থগত দিক থেকে সংকীর্ণতা, কঠোরতা এবং দুঃখ ও কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে।

সে একটি নাম মারহাব বলে, যার অর্থের মাঝে আনন্দ ও প্রাচুর্য বিদ্যমান। তখন মহানবী (সা.) ঐশী নির্দে শনা অনুযায়ী শুভ লক্ষণ মনে করে এই মারহাব নামের পথটিকেই নির্বাচিত করেন।

মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন যে, বনু গাতফান খায়বারবাসীদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছে। আর এখন তারা অতিরিক্ত চার হাজার সৈন্য নিয়ে এ সংকল্পে বের হয়েছে যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনী খায়বারে পৌঁছানোর পূর্বেই তারা পথিমধ্যে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণ করবে। বনু গাতফান তাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবাজ সেনাপতি তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ ও উয়ায়না বিন হিসনের নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার সৈন্য পূর্বেই খায়বার অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং তারা খায়বারের দুর্গে পৌঁছেও গিয়েছিল। আর এখন চার হাজার সৈন্য সংবলিত এ দল ইস লামী সৈন্যদলকে থামানো ও নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তাদেরকে নির্মূল করার জন্য পথিমধ্যে ছিল। মহানবী (সা.) বনু গাতফানের সাথে যোগাযোগ করেন আর তাদেরে ক একটি পত্র প্রেরণ করেন যাতে তিনি লেখেন যে, তারা অর্থাৎ বনু গাতফান গোত্র যেন খায়বারবাসীদের সাথে ঘটিতব্য যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। আর তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতিশ্রু তি দিয়েছেন যে, তিনি খায়বারে আমাকে বিজয় দান করবেন।

কতিপয় ইতিহাসবিদের মতে, মহানবী (সা.) এ বার্তাও দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ইহুদিদের সঙ্গ দেওয়া থেকে বিরত থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে খায়বার বিজয় করার পর (এটি) সেসব গোত্রকে দান করে দেয়া হবে। কতকের মতে, মহানবী (সা.) ইসলাম গ্রহণ করার শর্ত রাখেন নি, বরং এটি বলেছিলেন যে, তারা যেন খায়বারবাসীর সাহায্য না করে, শুধুমাত্র নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে (তারা যদি) সেখান থেকে সরে দাঁড়ায় তাহলে খায়বারের বার্ষিক উৎপাদনের অর্ধেক (ফসল) তাদেরকে দেয়া হবে, কিন্তু ১৬০০ মুসলমানের মোকাবিলায় পনেরো হাজার যুদ্ধবাজ সেনাদের সৈন্যবাহিনী এবং মজবুত দুর্গের দম্ভ তাদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল ছিল, যার কারণে তারা মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী মানতে অস্বীকার করে। তখন মহানবী (সা.) খাযরাজ গোত্রের নেতা ও নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে গাতফান (গোত্রের) সেনাপতি উয়ায়না বিন হিস্‌নের কাছে প্রেরণ করেন। সে বনু গাতফান (গোত্রের) ঐ এক হাজার সেনাদলের সেনাপতি হিসেবে তখন খায়বারে ইহুদীদের নেতা মারহাবের দুর্গে অবস্থান করছিল। উয়ায়না যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত সা'দ (রা.) এসেছেন তখন সে তাকে দুর্গে র ভেতরে নিয়ে আসার সংকল্প করে যেতে উদ্যত হলে মারহাব আপত্তি করে আর বলে, মুসলমানদের এই প্রতিনিধিকে দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা সমীচীন নয়, পাছে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের রাস্তা ইত্যাদি দেখে ফেলবেন। যদিও উয়ায়নার বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের প্রতিনিধিকে আমি (দুর্গের) অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে চাই যেন তিনি আমাদের সামরিক শক্তি ও প্রস্তুতির সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু মারহাব সম্মত হয় নি। তখন উয়ায়না হযরত সা'দ (রা.)-র সাথে দুর্গের বাইরে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। হযরত সা'দ (রা.) উয়ায়নার কাছে মহানবী (সা.)-এর বার্তা পৌঁছে দেন যে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে খায়বার বিজয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন'। কাজেই তুমি এখান থেকে ফেরত চলে যাও এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। খায়বার বিজয়ের পর (এখানে উৎপাদিত) পুরো বছরের খেজুরও তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। উয়ায়না তখন হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, আমরা কোনোমতেই আমাদের মিত্রদের পরিত্যাগ করব না আর তোমাদের ক্ষমতা কতটুকু তা-ওআমাদের জানা আছে। এই ইহুদীরা সুদৃঢ় দুর্গের অধিকারী আর এদের সেনাসদস্যও অধিকএবং অস্ত্রশস্ত্রও অনেক বেশি। তোমরা যদি মোকাবিলা করো তাহলে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে আর এরা কিন্তু কুরাইশের মতো নয়, যাদের বিরুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করেছিলে। পাশাপাশি সে এটিও বলে যে, আমার এই বার্তা মুহাম্মদ (সা.)-কেও পৌঁছে দিও। হযরত সা'দ (রা.) তার এই দাম্ভিক উত্তর শুনে উয়ায়নাকে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই এই দুর্গে তোমার কাছে আসবেন আর এখন আমরা তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছি তখন তুমি আমাদের কাছে তা -ই চাইবে, কিন্তু তখন তুমি তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই পাবে না, অর্থাৎ তখন শুধু যুদ্ধই হবে।

হে উয়ায়না! আমি দেখেছি যে, আমরা মদীনার ইহুদীদের (বাড়ির) প্রাঙ্গনেও পা রেখেছিলাম আর তারা চরমভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

একথা বলে হযরত সা'দ (রা.) ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। পাশাপাশি তিনি পরম নিষ্ঠার সাথে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং স্বীয় ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন। তখন এই বেদুঈন অর্থাৎ উয়ায়নাকে একটি খেজুরও দেবেন না। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তরবারি যদি তাকে আঘাত হানে তাহলে সে এই ইহুদীদের ফেলে নিজের এলাকা অভিমুখে এমনভাবে পালাবে যেভাবে ইতঃপূর্বে খন্দকের যুদ্ধের দিন তারা পালিয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধেও এই গোত্র ছয় হাজার সেনাদল নিয়ে কুরাইশদের সাহায্য করতে এসেছিল, এরপর সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। ঐশী প্রতাপ ও গাতফান গোত্রের পালানোর উল্লেখও পাওয়া যায়।

মহানবী (সা.) বলেছিলেন, نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ অর্থাৎ, আমাকে ঐশী প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এ ঘটনাটি কার্যত এখানে পুনরায় গাতফান সেনাদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়।

যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু গাতফানের চার হাজারের সেনাদল মুসলিম সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ধাবন করছিল, যাতে এরা মুসলমানদের খায়বারে পৌঁছানো রোধ করতে পারে, কিন্তু এমন একটি ঐশী তকদীর প্রদর্শিত হয় যার ফলে গাতফান সেনাদল অকস্মাৎ পিছু হটে এবং নিজেদের বাড়ি অভিমুখে ফিরে যায়। ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, গাতফান গোত্রের সেনাপতি তার পিছন থেকে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পায় যে, একজন সতর্ককারী তাকে উচ্চকণ্ঠে বলছিল, মুসলমানদের সেনাদল তাদের অবর্তমানেতাদের বাড়িঘর ও সম্পদ এবং গবাদি পশুদের ওপর আক্রমণ করেছে। আর তারা তাদের ধন-সম্পদ, নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করতে যাচ্ছে। তখন তারা তৎক্ষণাৎ ফেরত চলে যায়আর ইহুদিদের সাহায্য করতে পারে নি। এটি একটি অদৃশ্যের সাহায্য ছিল, আল্লাহ্ তা'লার(পক্ষ থেকে) আওয়াজ ছিল।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৮) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫) (ফতাহ খায়বার, পৃ: ৭৬,৯০-৯১) (দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ওয়া আলা আলিহি সাল্লাম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৬-৩৭৮) (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ওজু, হাদীস-২০৯) (আমতাউল

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi
Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

আসমা, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫৬) (উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮) (কিতাবুল মাগাযি ওয়াকিদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৫)

ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে গাতফানের সেনাবাহিনীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেভাবে পূর্বে ই একটি গ্রন্থের বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনু গাতফানের এক হাজার যুদ্ধবাজ তাদের সর্দার উয়ায়না বিন হিস্ন-এর নেতৃত্বে খায়বারের ইহুদীদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাদের দুর্গে চলে এসেছিল। যদিও অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে তাদের সংখ্যা এক হাজারের পরিবর্তে চার হাজার উল্লেখ করা হয়েছে।

(কিতাবুল মাগাযি ওয়াকিদি,২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৫) (সিরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ:৩৫৭)

একইভাবে কোনো কোনো জীবনীগ্রন্থে লেখা আছে যে, উয়ায়নার নেতৃত্বে বনু গাতফানের চার হাজার সৈন্যসংবলিত সেনাদল যখন খায়বার অভিমুখে আসছিল তখন পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধিদলের সাথে উয়ায়নার কথোপকথন হয় এবং ঐশী প্রতাপের দরুন মাঝপথ থেকেই এই চার হাজার সৈন্যসংবলিত সেনাদল নিজেদের বসতির উদ্দেশ্যে ফেরত চলে যায়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৯৪) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ:২৫২)

সীরাত ইবনে হিশাম-এ এটি এভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। যাহোক, মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং সন্ধ্যার আলো-আধারিতে যখন খায়বারের দুর্গ দেখা যাচ্ছিল তখন তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, দাঁড়াও। তখন সবাই দাঁড়িয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَ رَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَ مَا اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَيْنَ فَاِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرِ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَافِيْهَا اَقْدِمُوْا بِسْمِ اللهِ-

অর্থাৎ, হে সাত আকাশের প্রভু -প্র তিপালক! এবং প্রত্যেক সেই বস্তু যার ওপর সেগুলোর ছায়া রয়েছে, আর সাত পৃথিবীর প্রভু -প্রতিপালক এবং যা কিছু তারা বহন করছে, আর শয়তানের প্রভু এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে, আর বাতাসের প্রভু -প্রতিপালক এবং যা কিছু তা উড়িয়ে নেয়, হে আল্লাহ! আমরা এই জনপদের এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি। আর এই জনপদ ও এর অধিবাসীদের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১৮)

অতঃপর মহানবী (সা.) যাত্রা করেন এবং মানযিলায় পৌঁছেন, এটি খায়বারের বাজার ছিল। যুদ্ধের পর এই বাজার হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-র ভাগে এসেছিল। তিনি (সা.) রাতের কিছু অংশ মানযিলা, অর্থাৎ খায়বারের বাজারে অতিবাহিত করেন। ইহুদীদের এই ধারণা ছিল না যে, মহানবী (সা.) তাদের ওপর আক্রমণ করবেন। কেননা ইহুদীদের নিজেদের দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সংখ্যাধিক্যের কারণে দম্ভ ছিল। ইহুদীরা যখন এটি জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) তাদের দিকে আসছেন, তখন প্রত্যহ দশ হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্যসারিবদ্ধ হয়ে (দুর্গের) বাইরে বের হয়ে আসতো এবং বলতো, একটু দেখো তো, মহানবী (সা.) আমাদের বিরুদ্ধে সেনাভিযান পরিচালনা করবেন কিনা? এটি অসম্ভব। যখন মহানবী (সা.) তাদের নিকটে পৌঁছেন তখন তারা টেরও পায় নি, এমনকি সূর্য উদিত হয় । {অর্থাৎমহানবী (সা.)} রাতেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। কাজেই, সকালে ইহুদীরা যখন তাদের দুর্গ থেকে বাইরে বের হয় তখন তাদের হাতে কোদাল ও ঝুড়ি ছিল, (কেননা) তারা নিজেদের কাজ করতে বের হয়েছিল। (কিন্তু) মহানবী (সা.)-কে দেখামাত্রই তারা দৌঁড়ে নিজেদের দুর্গে লুকিয়ে পড়ে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১৮,১১৯)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) রাতের বেলা খায়বারে পৌঁছেন, কিন্তু সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের ওপর আক্রমণ করেন নি। (অর্থাৎ, রাতেই পৌঁছেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলা আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, সকাল হলে তাঁর (সা.) আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল)। যখন সকাল হয় তখন ইহুদীরা তাদের কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে বের হয়। যখন তারা মহানবী (সা.)-কে দেখতে পায় তখন বলে, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) এবং সেনাবাহিনী। মহানবী (সা.) বলেন, خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ- অর্থাৎ, খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমরা কোনো জাতির উঠোনে অবতরণ করি তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রভাত মন্দ হয়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১১৯৭)

মানযিলা-তে স্থায়ী শিবির করা হয় নি। ইসলামী সেনাবাহিনীর শিবির স্থানান্তরিত হয়। এই ব্যাপারে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার পৌঁছলে তিনি (সা.) মানযিলা নামক স্থানে রাত অতিবাহিত করেন আর সেখানেই ভোর হয়।

হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে আসেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার এই স্থান অর্থাৎ মানযিলা-তে শিবির স্থাপন যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিছু বলব না। কিন্তু যদি এটি আপনার নিজের মতামত হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরামর্শ দিতে ইচ্ছুক। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এই মতামত আমার। হযরত হুব্বাব (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তাদের দুর্গের নিকটবর্তী হয়ে গেছেন আর তাদের বাগানগুলোর সম্মুখে রয়েছেন এবং এই ভূমি শুষ্ক। আর আমি নাতা'র অধিবাসীদের জানি, তাদের তির অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। আর তিরন্দাজিতে তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। আর তারা আমাদের চেয়ে উঁচু স্থানেও রয়েছে। তাদের তির আমাদের পর্যন্ত খুব সহজেই পৌঁছতে পারবে। আর তাদের রাতের আক্রমণ থেকেও আমরা নিরাপদ নই। তারা খেজুরের ঝাড়েও লুকাতে পারে। অতএব, আমার নিবেদন হলো, আপনি এখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যান। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ভালো পরামর্শ দিয়েছো। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, আমরা আজ তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কিন্তু একইসাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (রা.) ডাকেন, যিনি তাঁর (সা.) নিরাপত্তা দলের ইনচার্জ ছিলেন, এবং বলেন, তাদের দু র্গগুলো থেকে কিছুটা দূরে আমাদের জন্য স্থান সন্ধান করো। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) চলতে চলতে রাজী নামক স্থানে পৌঁছেন, যা খায়বার ও গাতফানের গোত্রগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ফেরত এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার জন্য একটি জায়গা দেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের সাথে চলো। কিন্তু এর পূর্বে মহানবী (সা.) বলে দিয়েছিলেন যে, আজকে যুদ্ধ এখান থেকেই হবে। অতএব সন্ধ্যায় যুদ্ধ শেষ হবার পর পুরো ইসলামী সেনাবাহিনী এই নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

(আমতাউল আসমা, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১৯) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)

খায়বারের দুর্গগুলোর মাঝে বিভিন্ন দুর্গ ছিলো। তাদের বিন্যাস সমূহের বর্ণনাওআবশ্যক। খায়বারের ভৌগলিক বিন্যাস অনুসারে সেসব দুর্গের বিবরণ অনেকটা এমন; কেননা এই যুদ্ধ দুর্গের সাথেই সম্পর্ক যুক্ত ছিলো যেগুলো একটার পর আরেকটা জয় করা হয়েছে। তাদের দু র্গের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদের পাশাপাশি সেগুলোর নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। অধিকন্তু এই যুদ্ধের ঘটনাবলীও কিছু পুস্তকে কিছু দুর্গের দিকে আরোপ করা হয়েছে, আবার অন্যান্য পুস্তকে অন্যান্য দুর্গের দিকে এসব ঘটনাকে আরোপ করা হয়েছে।

'তারিখে ইয়াকুবি'তে খায়বারের দু র্গগুলোর সংখ্যা ছয়টি বলা হয়েছে আর এগুলোর মাঝে 'নায়েম' দুর্গের উল্লেখই নেই। অথচ অধিকাংশ সীরাতের পুস্তকে খায়বারের যুদ্ধের সূচনাই এই দুর্গ অর্থাৎ 'নায়েম' দুর্গ থেকে বলা হয়েছে। যুরকানিতে দুর্গগুলোর সংখ্যা দশটি বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তকসমূহ পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে, খায়বারের অঞ্চলটি তিনটি অংশ নাতা, শাক ও কাতিবা অংশে বিভক্ত ছিল। আর এই তিনটি অংশে আটটি দুর্গ নিম্নবর্ণিত বিন্যাস অনুযায়ী ছিল। নাতা-তে তিনটি দুর্গ ছিলো; নায়েম, সা'ব ও যুবায়ের দুর্গ। এই দু র্গটির নাম কুলা ছিলো, পরবর্তীতে এটি হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর ভাগে এসেছিলো। এজন্য এর নাম যুবায়ের দুর্গ প্রসিদ্ধ হয়। শাক-এ দুটি দুর্গ ছিল। যথা- উবাই এবং বারি। কেউ কেউ নাযার বর্ণনা করেছেন। আর কাতিবাতে তিনটি দুর্গ ছিলো। যথা- কামুস, ওয়াতি এবং সুলালিম।

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

(শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৪-২৬৬) (গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা-আবুল কালামা আজাদ, পৃ: ১৬২-১৬৩) (তাবাকাত ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮১)

যুদ্ধের বিবরণ হলো, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,

শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। আল্লাহ্‌তা'লার কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। তোমরা জানো না যে, তোমাদেরকে কোন্ পরীক্ষায় নিপতিত করা হবে। তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হও তখন এই দোয়া করো যে,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ وَنَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ وَإِنَّمَا تَقْتُلُهُمْ أَنْتَ۔

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুহুম ওয়া নাওয়াসিনা ওয়া নাওয়াসিহিম বিইয়াদিকা। ওয়া ইন্নামা তাকতুলুহুম আনতা)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রভু প্রতিপালক, তাদের ও আমাদের ভাগ্য তোমার হাতে। তুমিই তাদেরকে হত্যা করবে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১৯-১২০)

এরপর মহানবী (সা.) যুদ্ধের আদেশ দেন এবং সাহাবীদের ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। সর্বপ্রথম নায়েম দুর্গ অবরোধ করা হয়। এটা তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ ছিল। সেদিন মহানবী (সা.) কঠিন যুদ্ধ করেন। আর 'নাতা'-র অধিবাসীরাও কঠিন প্র তিরোধ গড়ে তুলেছিল। আর সেদিন সাহাবীরাও প্রতিরক্ষা করেছিলেন। মহানবী (সা.) দু'টি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করে রেখেছিলেন এবং 'যারেব' ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন। 'যারেব' মহানবী (সা.) এর ঘোড়ার নাম ছিল। আর তাঁর হাতে বর্শা ও ঢাল ছিল। শত্রুপক্ষ ক্রমাগতভাবে তির নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। তবে মুসলমানরা সতর্কতার সাথে তির নিক্ষেপ করছিল, কারণ তাদের কাছে তির কম ছিল। বরং ইহুদীদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলিও উঠিয়ে তাদেরই ওপর নিক্ষেপ করা হতো।

এ যুদ্ধে হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা-র শহীদ হওয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অস্ত্র তার নিকট ভারী বোধ হচ্ছিল। অধিকন্তু প্রচণ্ড গরম তাকে অতিষ্ট করে তুলছিল। তাই তিনি নায়েম দুর্গের দেওয়ালের ছায়ায় বসে পড়েন। বলা হয়, ইহুদী সরদার মারহাব তাকে দেখে ফেলে এবং তার ওপর চাক্কি ফেলে দেয়। এটিও বলা হয় যে, কিনানা বিন রাবী' উপর থেকে তা ফেলেছিল। সেই চাক্কি তার (রা.) মাথায় লাগে এবং তার মাথাকে এমনভাবে চিরে দেয় যে, তার মাথার চামড়া কেটে গিয়ে তার মুখের উপর এসে পড়ে। তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি (সা.) চামড়াটি টেনে স্বস্থানে রাখেন এবং কাপড় দিয়ে তাতে পট্টি বেঁধে দেন। কিন্তু ক্ষত এতটাই গভীর ছিল যে, হযরত মাহমুদ বিন মাসলামার প্রাণ রক্ষা হয় নি এবং কয়েক দিন পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হযরত মাহমুদের আহত হওয়ার কারণে মহানবী (সা.) তার ভাই হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (রা.) স্বান্ত না দিয়ে বলেন, তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী অচিরেই তার পরিণামে পোঁছে যাবে।

এই প্রথম দিনে মুসলমানদের অনেক ক্ষতির সম্মু খীন হতে হয়। দু র্গ হতে তির নিক্ষেপ করার কারণে পঞ্চাশ জন মুসলমান আহত হন। সন্ধ্যা হলে মহানবী (সা.) রাজী-র দিকে ফিরে যান এবং অন্যদের আদেশ দেন তারাও যেন সেখানে চলে আসে। এটি সেই স্থান যা হযরত হুব্বাব এর পরামর্শে নির্ধারণ করা হয়েছিলো। আর এখন এ স্থানটিই বলা যায় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল।যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, এটি ইহুদীদের সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। আর খায়বারের সবচেয়ে বড়ো বীর এবং প্রখ্যাত যোদ্ধা মারহাব এ দুর্গের নিরাপত্তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আর তার সাহায্য এমন অশ্বারোহীরা করছিল যারা বীরত্বে ও সাহসিকতায় তার চেয়ে কম ছিল না। আর এরা ছিল তার দুই ভাই ইয়াসের ও হারেস। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) ক্রমাগত দশ দিন যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে সাথে নিয়ে বের হতেন এবং শিবিরে হযরত উসমান (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে যেতেন। সন্ধ্যা হলে মহানবী (সা.) সেই স্থানেই ফিরে আসতেন এবং আহত মুসলমানদেরও সেখানেই নিয়ে আসা হতো। সেখানেই তাদের ক্ষতের চিকিৎসা করা হতো।

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০-৫১) [দায়েরায়ে মারেফ মহম্মদ রসুলুল্লহ্ (সা.), ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৮-৩৯০] (কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৮৩)

এ যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে, মারহাবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের এবং আমের বিন আকওয়ার শাহাদাতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, সেই দিনগুলিতে একদিন সেই দুর্গের ইহুদি সেনাপ্রধান মারহাব, যার বীরত্ব ও সাহসিকতার জুড়ি ছিল না, দুর্গ হতে

বের হয়ে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে আর অহংকার ও গর্বে নিজ তরবারি দুলিয়েএই কবিতা পাঠ করতে থাকে যে,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ
شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تُلَهَّبُ

(উচ্চারণ: কাদ আলিমাত খায়বারু আন্নি মারহাব, শাকিস সিলাহে বাতালুন মুজাররাব, ইযাল হুরুবু আকবালাত তালাহহাব)

অর্থাৎ, খায়বার জানে যে, আমি হলাম মারহাব। সশস্ত্র, সাহসী এবং অভিজ্ঞ, যখন প্রচণ্ড যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে।

মারহাবের এই চ্যালেঞ্জ শুনে হযরত আমের বিন আকওয়া সৈন্যবাহিনী থেকে বেরিয়ে সামনে আসেন এবং এই রণসংগীতের পঙক্তি পড়েন,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

(উচ্চারণ: কাদ আলিমাত খাইবারু আন্নি আমের, শাকিস সিলাহে বাতালুন মাগামির।)

অর্থাৎ খায়বারের অলিগলি পর্যন্ত জানে যে, আমি আমের। সশস্ত্র, সাহসী এবং যুদ্ধের বিপদাবলির স্রোতে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

এরপর উভয়ে একে অপরের মুখোমুখি চলে আসে এবং একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতে থাকে। মারহাব তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে যা হযরত আমের নিজের ঢাল দিয়ে প্রতিহত করেন এবং তৎক্ষণাৎ নীচু হয়ে নীচের দিক থেকে তার ওপর আক্রমণ করেন, কিন্তু তার (রা.) তরবারি ছোটো ছিল, যার কারণে তার (অর্থাৎ শত্রুর) গায়ে লাগার পরিবর্তে হযরত আমের-এর গায়ে নিজেরই তরবারি লাগে। এর ফলে তিনি ভীষণ আঘাত পান এবং শাহাদাত বরণ করেন। তিনি এই যুদ্ধের দ্বিতীয় শহীদ ছিলেন। তাদের দুইজনকে একই কবরে, অর্থাৎ রাজি নামক স্থানে দাফন করা হয়।

[দায়েরায়ে মারেফ মহম্মদ রসুলুল্লহ্ (সা.), ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৮-৩৮৯)

হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন যে, আমার চাচা হযরত আমের বিন আকওয়া যখন নিজের আঘাতেই শহীদ হয়ে যান তখন কতক সাহাবী বলা আরম্ভ করেন যে, আমের-এর কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেল। অতএব হযরত সালামা বলেন, এতে আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমেরের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেল। মহানবী (সা.) বলেন, একথা কে বলেছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার কতক সাহাবী বলেছেন। তিনি (সা.) বলেন,

كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ

(উচ্চারণ: কাযাবা মান কালা, ইন্না লাহু লাআজরাইনে, ওয়া জামাআ বাইনা ইসবায়ি, ইন্নাহু লাজাহিদুন মুজাহিদুন। কাল্লা আরাবিয়্যুন মাশাআ বিহা মিসলাহু। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এটি বলেছে, সে ভুল বলেছে। তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। আর তিনি (সা.) দুটি আঙুল একত্রিত করেন, অর্থাৎ দুই গণনা বুঝাতে এবং বলেন, সে তো ভীষণ জিহাদী ছিল। তার মতো এমন আরব খুব কমই আছে যে এই ভূমিতে চলাফেরা করেছে। একটি রেওয়ায়েতে 'চলাফেরা করেছে' শব্দের স্থলে এই শব্দ রয়েছে যে, 'জন্মগ্রহণ করেছে'। অর্থাৎ আমের-এর মতো কোনো আরব জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি (সা.) বলেন, সে তো দুটি পুরস্কার নিয়েছে। যারা বলে, তিনি কোনো প্রতিদান পান নি, তারা ভুল বলে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১৯৬)

মহানবী (সা.) রাজি নামক স্থানেই অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই নায়েম দুর্গজয় করার লক্ষ্যে একাধারে দশ দিন সাহাবীদের প্রেরণ করতে থাকেন। বার বার এমন ব্যর্থতা, সাহাবীদের আহত হওয়া এবং দুইজন সাহাবীর শহীদ হবার ঘটনায় ইহুদীদের সাহস আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে এক রাতে মহানবী (সা.) বলেন,

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

আগামীকাল আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দেবো যার হাতে আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।

এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন যে, আমরা সেই রাত অত্যন্ত আনন্দের সাথে অতিবাহিত করি এই ভেবে যে, আগামীকাল বিজয়লাভ হবে। আর লোকেরা এটি ভেবে রাত কাটায় যে, আগামীকাল কাকে পতাকা প্রদান করা হবে! অতঃপর ভোর হলে সবাই মহানবী (সা.)-এর নিকট একত্রিত হয়। প্রত্যেকে এই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পোষণ করছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। হযরত উমর বর্ণনা করেন যে, আমি সেই দিনের পূর্বে কখনো নেতৃত্ব পাওয়াকে পছন্দ করি নি। হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন যে, আমাদের মাঝে কেউই মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কোনো মর্যাদা লাভের আশা কখনো করে নি, কিন্তু সেদিন সবাই এই আশা করছিল যে, আজ এই পতাকা তাকে দেওয়া হোক। এমনকি তিনি বলেন, আমি গোঁড়ালিতে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়াই এবং মাথা উঁচু করি এই ভেবে যে, হয়ত আমাকে পতাকা দেওয়া হবে। হযরত সালামা এবং হযরত জাবের বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.) থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। খায়বার সফরে অসুস্থতার কারণে তিনি সাথে আসতে পারেন নি, কিন্তু পরবর্তীতে অস্থির হয়ে চলে আসেন। তার চোখে ভীষণ ব্যথা ছিল এবং তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। মহানবী (সা.) যখন খায়বারের জন্য রওয়ানা হন তখন হযরত আলী (রা.) ভাবেন, আমি মহানবী (সা.)-এর পিছনে থেকে যাব, এটি কীভাবে হতে পারে? অতএব হযরত আলী (রা.) পিছনে পিছনে আসতে থাকেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) ভোরে ফজরের নামায আদায় করেন, অতঃপর পতাকা আনিয়ে নেন এবং দাঁড়িয়ে যান আর মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, এরপর বলেন, আলী কোথায়? সাহাবীরা (রা.) বলেন, আলীর চোখে ব্যথা রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আলীকে ডাকো। হযরত সালামা বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, (তোমার) চোখের কী হয়েছে? হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন যে, আমার চোখে ব্যথা, এমনকি আমি সামনের কোনো জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। মহানবী (সা.) বলেন, আমার নিকটে এসো। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমার মাথা তিনি (সা.) তাঁর কোলে রাখেন এবং তাঁর হাতে মুখের লালা নিয়ে আমার চোখের ওপর লাগিয়ে দেন। এতে হযরত আলী (রা.) এমনভাবে আরোগ্য লাভ করেন, যেন তাঁর চোখে কখনো কোনো কষ্ট ছিলই না। এরপর আমৃত্যু তাঁর চোখে কখনো কোনো কষ্ট দেখা দেয় নি। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন এবং তাঁর হাতে পতাকা দেন।

[দায়েরায়ে মারেফ মহম্মদ রসুলুল্লহ্ (সা.), ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৪,১২৫) (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২০৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

খায়বারের দিন হযরত আলী (রা.)-এর সুযোগ হয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আজ আমি তাকে সুযোগ দেবো যে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ তা'লাও যাকে ভালোবাসেন। আর তরবারি তার হাতে তুলে দেবো যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাধান্য দান করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম আর নিজের মাথা উঁচু করছিলাম, যেন মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি আমার ওপর পড়ে এবং তিনি আমাকে তা দান করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) দেখতেন আর নীরব থাকতেন। আমি পুনরায় মাথা উঁচু করতাম।তিনি (সা.) পুনরায় দেখতেন এবং নীরব থাকতেন। এমনকি হযরত আলী (রা.) আসেন, তাঁর চোখে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আলী সামনে এসো। তিনি তাঁর(সা.)-এর কাছে আসেন। তখন তিনি (সা.) মুখের লালা তার চোখে লাগিয়ে দেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার চোখকে আরোগ্য দান করুন, এই তরবারি নাও, যা আল্লাহ্ তা'লা তোমার কাছে সোপর্দ করেছেন। "

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৬১৪)

আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, একদিন মহানবী (সা.)-কে খোদা তা'লা জানিয়েছেন যে, এই শহরের বিজয় হযরত আলীর হাতে নির্ধারিত। তিনি (সা.) সকালে এই ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামের কালো পতাকা আজকে তার হাতে প্রদান করব যাকে খোদা তা'লা ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানরা ভালোবাসে। এই দুর্গের বিজয় খোদা তা'লা তার হাতে নির্ধারিত করেছেন। এরপর দ্বিতীয় দিন সকালে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডাকেন এবং তার হাতে পতাকা তুলে দেন, যিনি সাহাবীদের সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে দুর্গের ওপর আক্রমণ করেন। ইহুদীরা দুর্গের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীকে সেদিন এমন শক্তি প্রদান করেছিলেন যে, সন্ধ্যার আগেই দুর্গ জয় হয়ে যায়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩২৫,৩২৬)

হযরত আলী (রা.) পতাকা নিয়ে দৌড়ে এসে সেই দুর্গের নীচে পৌঁছেন আর পতাকা পাথরের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৯৭)

শত্রুদের হত্যা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত জাবের বর্ণনা করেন, খায়বারের দুর্গ সমূহ থেকে সর্বপ্রথম মারহাবের ভাই হারেস দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বের হয় এবং হযরত আলী তাকে হত্যা করেন। তখন হারেসের সঙ্গীরা দুর্গে ফিরে যায়।

এরপর ইহুদী সেনাপতি আমেরের নিহত হওয়ার ঘটনা রয়েছে। আমের দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বের হয় এবং সে বিশালাকায় মানুষ ছিল। হযরত আলী তার সাথে যুদ্ধ করতে বের হন এবং তাকে বেশ কয়েকটি আঘাত করেন, কিন্তু কোনোটিই কার্যকর হয় নি। অতঃপর হযরত আলী তার পায়ের গোছায় আক্রমণ করেন তখনসে বসে পড়ে। তারপর তিনি তাকে হত্যা করে তার অস্ত্র নিয়ে নেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৫)

আরেক ইহুদি জেনারেল উসায়েরের হত্যার ঘটনা (লিপিবদ্ধ) আছে।

আরেক ইহুদী সেনাপ্রধান উসায়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বের হয়। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার মোকাবিলার জন্য সম্মুখে এগিয়ে আসেন এবং তাকে হত্যা করেন। (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ:৩১১)

মারহাবের ভাই ইয়াসের নিহত হয়।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, এরপর ইয়াসেরের উদয় ঘটে, যে ছিল মারহাবের ভাই আর সে রণ-সঙ্গীত পাঠ করছিল। মুহাম্মদ বিন উমর লিখেছেন যে, সে তাদের মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল আর তার কাছে (এমন) যুদ্ধাস্ত্র ছিল যা দিয়ে সে লোকজনকে পিষে ফেলতো। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত আলী (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম তাকে বলেন, আমি কসম দিচ্ছি, আপনি আমার ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন না। অর্থাৎ, তিনি বলেন যে, আমি তার সাথে লড়াই করব। তখন হযরত আলী (রা.) পিছনে সরে যান। হযরত যুবায়ের (রা.) যখন সেই কাফেরের দিকে অগ্রসর হন তখন তার মা হযরত সাফিয়া (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সে আমার সন্তানকে হত্যা করে ফেলবে! মহানবী (সা.) বলেন, বরং আপনার পুত্র ইনশাল্লাহ্ তাকে হত্যা করবে। হযরত যুবায়ের (রা.) তার দিকে যান এবং কিছু পঙক্তি পাঠ করেন। এরপর তাদের উভয়ের মাঝে লড়াই হয় আর হযরত যুবায়ের তাকে হত্যা করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৫,১২৬) (আসসীরাতুন নববীয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ:৬৯৬)

অতঃপর দুর্গ থেকে খায়বারবাসীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহসী যোদ্ধা মারহাব নিজ অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে বের হয় আর এই পঙক্তি পাঠ করতে থাকে, যা সে পূর্বেও পড়েছিল যে,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ
شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تُلَهَّبُ

খায়বার জানে, আমি মারহাব, সশস্ত্র, সাহসী ও অভিজ্ঞ। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.) বের হন আর তিনি লাল রংয়ের একটি জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি তরবারি বের করেন আর এ পঙক্তি পাঠ করেন,

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ
كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ
أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

অর্থাৎ, আমি সেই সত্তা যার নাম তার মা হায়দার রেখেছেন, ভয়ানক দেহের অধিকারী বাঘের ন্যায় যে জঙ্গালে থাকে, আমি এক সা-এর পরিবর্তে সান্দারা প্রদান করে থাকি।

এটি একটি বাগধারা যার অর্থ হলো, শের এর ওপর সোয়া শের অথবা ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া। সান্দারার শাব্দিক অর্থ একটি বড় পরিমাপক আর সা কিছুটা কম হয়ে থাকে, প্রায় আড়াই সের পরিমাণ। তিনি বলেন,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

হযরত আলী (রা.) মারহাবের মাথায় আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তখন তার (রা.) হাতে বিজয় অর্জিত হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৬-১২৭) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৪০)(লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) ও মারহাবের মাঝে লড়াই হয়। হযরত আলী সামনে অগ্রসর হয়ে মারহাবের ওপর একটি আঘাত করেন যা তার মাথা ও শিরস্ত্রাণ ভেদ করে তার দাঁত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। এরপর লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে এগিয়ে যায় আর এভাবে তারা দুর্গ জয় করেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৬-১২৭)

কতিপয় জীবনীকার বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মারহাবকে হত্যা করেছিলেন। অতএব হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মারহাব যখন তার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করতে করতে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে আর সে রণ-সঙ্গীত পাঠ করছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আল্লাহ্র কসম! সে গতকাল আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তিনি (সা.) বলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হও এবং বলেন, হে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করো। বর্ণিত হয়েছে যে, উভয়ে যখন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে একে অপরের নিকটবর্তী হয় তখন তাদের দুজনের মাঝে একটি পুরাতন গাছ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উভয়ে একে অপরের কাছ থেকে সেই গাছের আঁড়াল নিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে। যখনই তাদের কোনো একজন গাছের আঁড়ালে আশ্রয় নিত তখন আরেকজন অপর দিক থেকে সেই গাছের কোনো না কোনো অংশ কেটে দিত। এভাবে একসময় তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যায়। অতঃপর মারহাব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। তখন তিনি নিজেকে ঢাল দ্বারা রক্ষা করেন। মারহাবের তরবারি ঢালের মাঝে আটকে যায় আর ঢাল কেটে যায়। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তখন তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা মারহাবকে আঘাত করেন এবং তার পা কেটে দিলে সে পড়ে যায়। এরপর হযরত আলী (রা.) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হত্যা করেন।

বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনে হাজার লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাক, মূসা বিন উকবা, ওয়াকদী এবং আরও অনেক জীবনীকার লিখেছেন যে, মারহাবকে মুহাম্মদ বিন মাসলামা হত্যা করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা মারহাবের ভাই হারেসকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু কতিপয় বর্ণনাকারী সংশয়ে নিপতিত হন আর তারা হারেসের পরিবর্তে মারহাবের নাম লিখে দেন। আর বিষয়টি যদি এমন না হয় তবে সহীহ মুসলিমে যা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী মারহাবকে হত্যা করেছেন তা অন্য বর্ণনাগুলোর চেয়ে নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা বিন আকওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.)ই মারহাবকে হত্যা করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত দু'টি কারণে অগ্রগন্য। প্রথমত সেটি সনদের দিক থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত হযরত জাবের (রা.), যিনি মুহাম্মদ বিন মাসলামা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, (তিনি) খায়বারের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না।

এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, মারহাব এবং তার পাশাপাশি অন্য ইহুদীদের দ্বন্দযুদ্ধ এবং হত্যার ঘটনাগুলো কোন্ দুর্গে সংঘটিত হয়েছিল- সে সম্পর্কে ইতিহাস এবং জীবনচরিত গ্রন্থগুলোতে মতপার্থক্য রয়েছে। বুখারী, মুসলিম, সিহাহ সিত্তা প্রভৃতিতে কোনো দুর্গের নাম উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে কিছু জীবনচরিত গ্রন্থ এই ঘটনা উল্লেখ করেছে, তবে নির্দিষ্ট কোনো দুর্গের উল্লেখ করে নি। যেমন, সীরাত ইবনে হিশাম, তাবকাত ইবনে সাদ, শারাহ যুরকানী প্রভৃতি। যদিও কিছু গ্রন্থে এসব ঘটনাকে কামুস দুর্গের প্রতি আরোপ করা হয়েছে এবং কতকে নায়েম দুর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক নয় দিন পর্যন্ত মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে এই দুর্গের ওপর আক্রমণ করতে থাকেন। এমনকি দশম দিনে আল্লাহ্ তা'লা এই দুর্গের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২০) (গাযওয়ায়ে খায়বার, পৃ: ১১৫-১১৬) (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১১) (ফাতহুল বারি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬০৮)

মুসলমানদের নায়েম দুর্গ দখলের বর্ণনায় কোনো ঐতিহাসিক এই বিষয়টি উল্লেখ করেন নি যে, এই দু র্গ বিজয়ের সময়, যা খায়বারের সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, মুসলমানরা কী পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং কী পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র লাভ করেছে। হতে পারে যে, মুসলমানরা কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই প্রাপ্ত হয় নি, কেননা ইহুদীরা জরুরী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নারী ও শিশুদের পূর্বেই অন্য দুর্গে স্থানান্তরিত করে দিয়েছিল। আর যখন ইহুদীরা পরাজিত হয় এবং নায়েম দুর্গে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় তখন তারা নিজেরাও সহজেই সাদ বিন মুআয দুর্গে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর নায়েম দুর্গের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো একজন ইহুদীও মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় নি। (ফতেহ খায়বার,পৃ: ১২৯-১৩১)

এর আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে অবশিষ্ট দুর্গসমূহের ঘটনাবলী (বর্ণনা করা হবে)।

আমি যেমনটি পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে এবং মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে দোয়ার জন্য বলে থাকি, ফিলিস্তি নবাসীদের জন্য বিশেষভাবে এবং সার্বজনীনভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে বাহ্যত এমন মনে হয়, মানুষজন আনন্দিত যে, যুদ্ধবিরতি হলে হয়ত বা (অবস্থার) উন্নতি হবে। কিন্তু (পরিস্থিতি) মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে। আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের নীতি ও পরিকল্পনা অত্যাচারের আরেক চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। পূর্বে তো আমেরিকানরা বলত, সে আমাদের দেশের জন্য বিপজ্জনক, বহির্বিশ্বে নাক গলায় না, কিন্তু এখন তো সে সারা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনবাসীর প্রতি কৃপা করুন এবং বিশ্বের প্রতি কৃপা করুন আরএসব থেকে তাদের রক্ষা হোক।

আরব বিশ্ব এখনও নিজেদের চোখ খুলুক এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালাক, এছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। নতুবা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনই নয়, বাকি আরব দেশগুলোও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদিও এখন কতিপয় অমুসলিমদের পক্ষ থেকেও ফিলিস্তিনবাসীদের পক্ষে অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছে, কিন্তু ক্ষমতাধররা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ক্ষমতার নেশায় মত্ত রয়েছে। তারা কারো কথায় কান দিতে চায় না। অতএব মুসলমানদের অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আর আমাদেরও তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। আমাদের কাছে তো আর কোনো শক্তি নেই।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। তাদের অবস্থাও কোনো কোনো দিন কখনো কখনো বিরোধিকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল প্রকার বিরোধিতা এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন। অন্যান্য স্থানের নিপীড়িত মানুষদের জন্যও দোয়া করুন। নির্যাতিত আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিজ সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় আবৃত রাখুন। বিশ্ববাসীকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের সবার মনোযোগ নিবদ্ধ হোক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫)

****

সাইয়্যেদেনা হযরত আমিরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) রমযানের ফজিলতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: রমযানের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এবং সবচেয়ে বড় প্রতিদান হল খোদা লাভ হয়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফাইন্নি ক্বারিব) হুযূর (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে রসূল! যদিও রসূল (সা.)-এর নাম নেই তবুও তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি) যখন আমার বান্দা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, (আন্নি) আমার ব্যাপারে (ফাইন্নি ক্বারিব)তখন আমি নিকটেই থাকি। এ দোয়ার মাঝে যেদিকে ইশারা করা হয়েছে এখানে জাগতিক কোন প্রয়োজন পূর্ণ করার কথা বলা হয় নি। (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি) অর্থাৎ যখন আমার বান্দা আমাকে খুঁজে ফেরে, আর আমাকে চায় এবং তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, আমরা কিভাবে নিজ প্রভুকে পেতে পারি তখন তিনি এ কথা বলেন নি যে, ফাক্বুল ইন্নি ক্বারিব, তুমি তাদেরকে বলে দাও যে ইন্নাল্লাহা ক্বারিব। আল্লাহ নিকটে অথাবা আমি নিকটে। দ্রুত উত্তর (ফাইন্নি ক্বারিব) নিকটবর্তী যে হয় অনেক সময় সে অন্যদের উদ্ধৃতি দেয় না, অন্য কাউকে এ কথা বলবে না যে তাকে বলে দাও যে, আমি নিকটে। তাই এর মাঝে প্রশ্নকারীর নিয়্যতের একনিষ্ঠতার উল্লেখ রয়েছে। যদি কেউ সময়মত আমাকে চায় তখন হে রসূল! যখনি তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে তা আমি শুনতে পাই। আমাকে বলার জন্য তোমার মাধ্যম প্রয়োজন নেই।

(খুতবা জুমুআ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭)

২০২২-২৩ সালে জামাতে আহমদীয়ার উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা, সাহায্য ও সমর্থনের আষিমুশশান নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটির ঈমান-উদ্দীপক বর্ণনা

এই সময়ে ২লক্ষ ১৭ হাজার ১৬৮জন সদস্য আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামে যোগদান করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষের আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা।

৩২৯টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ১৮৫টি মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মিশন ও তবলীগি মরকযের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৪টি।

ইরানি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ সহ মোট ৭৬টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র রূহানী খাযায়েন-এর আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

১০৪টি দেশে ৬২০টির বেশি আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, ৪৭টি ভাষায় সাড়ে চাশর বেশি বিভিন্ন বই-পুস্তক, পামফ্লেট এবং ফোল্ডর্স প্রকাশিত হয়েছে, যার মোট সংখ্যা ৫০ লক্ষের অধিক

আরবী, রাশিয়ান, চীনি, তুর্কি, ইন্ডোনেশিয়ান, স্পেনিশ ও অন্যান্য ডেস্কের অধীনে বিভিন্ন বই-পুস্তকের প্রস্তুতি ও প্রকাশনা, হুযুর আনোয়ারের জুমআর খুতবা এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুবাদ

১০৭টি দেশে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার লিফলেটস বিতরণের মাধ্যমে ১কোটি ৮১ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেছে।

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা (২০২৩) উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

আজকের দিনের এই বক্তব্যে জামাতে আহমদীয়ার উপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহরাজির বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। তাই এদিক থেকে আমি কিছু বৃত্তান্ত তুলে ধরব। আলআহ্ তা'লার কৃপায় এবছর পাকিস্তান ছাড়া সারা পৃথিবীতে যে সকল নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ৩২৯ টি। এই নতুন জামাতগুলি ছাড়া ১৬১৬টি নতুন স্থানে প্রথম বার আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। আর এই জামাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কঙ্গো কানশাসা তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এরপর রয়েছে তানজানিয়া, কঙ্গো ব্রাজাভিল,ঘানা, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, গিনি বাসাও, লাইবেরিয়া, নাইজার, বেনিন, গিনি কারাকিরি, মালি,টোগো, সিরালিওন, রাওয়ান্ডা, আইভোরি কোস্ট,গ্যাম্বিয়াতে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে পাঁচিশটি দেশ রয়েছে যেখানে ছোট ছোট কয়েকটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এগুলি বেশি সংখ্যবিশিষ্ট জামাতের নাম ছিল। এই নতুন জামাতগুলির প্রতিষ্ঠার সময় বেশ কিছু ঘটনাও সামনে এসে থাকে যেগুলি ঈমান উদ্দীপক হয়ে থাকে।

গিনি বাসাও-এর মুবাল্লিগ লেখেন, গিনি বাসাও-এর ডাম্বা কাবরা এলাকায় ভীষণ বিরোধিতার কারণে আহমদীয়াত সেখানে অঙ্কুরিত হতে পারে নি। যুক্তরাজ্যের জলসার সময় উক্ত অঞ্চলের চিফ শিখো বালডে সাহেবকে আমন্ত্রিত করা হয়। শিখো বাল্ডে সাহেব বলেন, আমার এলাকায় জামাতের তুমুল বিরোধিতা হয়েছে। একজন চিফ হিসেবে সেই বিরোধিতা প্রশমিত করা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু পূর্বে আমিও জামাতের ঘোর বিরোধিতা করতাম। তবে আজ এই জলসার কল্যাণে এবং খলীফাতুল মসীহকে দেখে এবং তাঁর বক্তব্য শুনে আমার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে,আপনাদের জামাত সত্য আর আমি আমার চারশ-র অধিক সদস্যসহ জামাতে যোগদান করার ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনটি নতুন জামাতের ভিত রচিত হয়েছে।

ক্যামেরুনের একেবারে উত্তরাংশে মেমে নামে একটি গ্রাম রয়েছে, যেখানে এম.টি.এ আল আরাবিয়ার মাধ্যমে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামটি মারওয়াহ শহর থেকে আশি কিমি দূরত্বে অবস্থিত। তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল। এরপর আমাদের মুয়াল্লিম আবু বকর সাহেব দুইজন সঙ্গী সহকারে সেখানে যান। তারা বলেন, জামাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অবহিত। বেশ কয়েক বছর থেকে এম.টি.এ আল আরাবিয়া দেখছেন তারা আর জামাতের বিষয়ে তারা বেশ পরিচিত। মুয়াল্লিম জামাতের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য তাদের অবহিত করেন এবং পুনরায় সেখানে আসার কর্মসূচি তৈরী করেন। এখানেও শতাধিক সদস্য বয়আত করে জামাতে সামিল হয়েছেন।

এমন বহু ঘটনা রয়েছে,কিন্তু আমি সেগুলি বাদ দিচ্ছি। কেননা আরও অনেক প্রতিবেদন বাকি আছে। লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তিনি লিখছেন, বাউমি কাউন্টির সাকি টাউন নামে একটি গ্রামে আমাদের সদস্যরা তবলীগের জন্য যান। গ্রামের নেতা ও শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে যথারীতি তবলীগি অনুষ্ঠানের জন্য দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। ছোট ছোট গ্রামগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয় আর নির্ধারিত দিন ও সময়ে অনুষ্ঠান হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ও দাবিসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়। জামাতের মধ্যে খিলাফত ও তবলীগি প্রচেষ্টার বিষয়টি সামনে রাখা হয়। অনুরূপভাবে অ-আহমদীদের পক্ষ থেকে জামাতের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার করা হয়, সেগুলিও স্পষ্ট করা হয়। সব শেষে সেই গ্রামের ইমাম আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন,আজ আমার সামনে সত্য উন্মোচিত হয়েছে। পূর্বে আমাদেরকে জামাত সম্পর্কে যা কিছু বলা হত তা শ্রুতিমধুর ছিল না। তিনি বলেন, আগের বার যখন এসেছিলেন, তখন রসুল করীম (সা.) এবং কুরআন করীম সম্পর্কে বর্ণনা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, কেননা, আমাদেরকে এটাই বলা হত যে, আপনারা ইসলাম ও আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষার বিপক্ষে। কিন্তু আপনাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী ও কুরআন করীমের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

অতএব, তিনি এই সব কিছু দেখে, নিজের বহু সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

এবছর নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং জামাতের হাতে আসা মসজিদসমূহের রিপোর্ট: আল্লাহ তা'লার কৃপায় এবার মসজিদ হিসেবে জামাত যে সামগ্রিক সংখ্যা পেশ করেছে সেটা হল ১৮৫টি মসজিদের,যন্মধ্যে ১২৯টি মসজিদ নতুন নির্মিত হয়েছে আর ৫৬ টি মসজিদ তৈরী অবস্থাতেই জামাতের হাতে এসেছে,যেগুলি বিভিন্ন দেশে অবস্থিত। এই সব মসজিদের অধিকাংশই ঘানায় অবস্থিত। এরপর রয়েছে সিরালিওন, নাইজেরিয়া, বেনিন, তানজানিয়া, বুর্কিনাফাসো, কঙ্গো কিনশাসা,আইভোরি কোস্ট, মালি, লাইবেরিয়া, গ্যাম্বিয়া, গিনি বাসাও, নাইজার, ক্যামেরুন, উগান্ডা, সেনেগাল, গিনি কিনাকারী, চাড,বরুন্ডি, সেন্ট্রাল আফ্রিকা, কেনিয়া, টোগো, কঙ্গো ব্রাজাভিল, জাম্বিয়া, সাওতোমে। ভারতেও মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডোনেশিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র (প্রভৃতি দেশেও মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে)

পাকিস্তানে মোল্লাদের নির্দেশে প্রশাসনও আমাদের মসজিদ ও মিনার ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত, অপরদিকে সারা বিশ্বজুড়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একের পর এক মসজিদ দান করে যাচ্ছেন আর আমরাই ইসলামের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার মুবাল্লিগ লেখেন, একদিন এক বিত্তবান মুসলিম ব্যবসায়ী আমাদের মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আর সে মসজিদের ছবি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

তুলতে শুরু করে। সে জানতে চাইলে তাকে বলা হয়, এই মসজিদটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের। তখন সে বলল, বেশ সুন্দর মসজিদ তো! মিস্ত্রী কি আপনারা বাইরে থেকে এনেছিলেন আর এতে কত খরচ হয়েছে? আমাদের মেম্বার সাহেব বলেন, মসজিদ নির্মাণে পঞ্চাশ লক্ষের বেশি খরচ হয় নি। সে বলল, এমন মূল্যবৃদ্ধির বাজারে আপনারা এত সাশ্রয়ী বাজেটে মসজিদ নির্মাণ করলেন! আমাদের মৌলভীরা তো এই রকম মসজিদ এক কোটিতে তৈরী করে, তবুও নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকে আর আপনারা অনেক দ্রুত এর কাজ সম্পূর্ণও করে ফেলেছেন।

বেলিজের রিপোর্ট সামনে এসেছে। ব্যালদান গ্রাম বেলিসের রাজধানী থেকে দক্ষিণে পাঁচ ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। এখানকার এক নওমোবাঈন পরিবার নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি মসজিদের আকাঙ্খা করেছিল। পরিবারটি চাইছিল, ইসলামের বিষয়ে অনেক বেশি করে শিখতে। তাদেরকে বলা হল, মসজিদের জন্য জমির সন্ধান করতে।তারা তৎক্ষণাৎ নিজের জমি দিয়ে দেয় এবং বলে, খোদার ঘর আমার সম্পত্তির উপর নির্মাণ করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের হবে। তারা কেবল জমি দানই করেন নি,বরং নিজের এক ছেলেকেও দ্বীনের খেদমতে জন্য ওয়াকফক করেছেন। তাঁর সেই যুবক ছেলে এখন মরকযে থেকে জামেয়ায় ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে (মসজিদ) দান করেন।

মসজিদ নির্মাণের সময় বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়। বেনিন থেকে রিপোর্ট এসেছে যে, এখানকার নাটি রিজনে টঙ্গো নামে একটি গ্রাম আছে যেখানে জামাত মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক লাভ করে।নাটি টঙ্গো গ্রামটি মিশন থেকে পঞ্চাশ কিমি দূরত্বে অবস্থিত, এর মধ্যে ৪৬ কিমি পথ কাঁচা, অত্যন্ত খারাপ ও দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা। এই গ্রামে ফওলানি জাতির মানুষের বাস। ২০১৬ সালে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেড় থেকে দু'শ -র বেশি সদস্য বয়আত করেছিলেন। এখানকার জামাত অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সক্রিয়। জামাতের সদর মসজিদের জন্য জমি দান করেন। এলাকার কেন্দ্রীয় ইমাম মানুষকে মসজিদ নির্মাণে বাধা দেওয়ার জন্য উসাহিত করে এবং নানানভাবে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করে। যাইহোক তিনি আমাকেও রিপোর্টে করেছেন। তিনি নিজেও চেষ্টা করেছেন এবং দোয়া করেছেণ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এপ্রিল মাসেই সেই বাধা দূর হয়ে যায়। এরপর যখন মসজিদের গোড়াপত্তন করা হয়,সাফাই অভিযানের মাধ্যমে এবং অন্যান্য নির্মাণকার্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানে মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বিরোধিরা অনেক চেষ্টা করেছে, মেয়রকেও বলেছে, কিন্তু মেয়র বলেছে, না, আমি তাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিলাম। বরং যেদিন মসজিদের উদ্বোধন হল সেদিন মেয়র নিজে এসেছিলেন। তিনি বলেন, অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি এসেছি, কারণ আমি জানি, জামাত যেভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে এবং যেভাবে ধর্মের শিক্ষা প্রচার করছে এবং শান্তির প্রসার করছে সেটা কেবল তাদেরই কাজ।

চাড -এর মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন-যেদিন থেকে চাডের রাজধানীতে জামাত আহমদীয়ার মসজিদ নির্মিত হয়েছে, বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, উলেমারা জামাতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, জামাত আহমদীয়া আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনে না। এবছর ফেব্রুয়ারী মাসে জামাত আহমদীয়া চাড-এর প্রথম সালানা জলসা যখন অনুষ্ঠিত হল, তখণ উলেমাদের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে জলসায় যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই পরিকল্পনাও সফল হতে দেন নি, মহল্লার সকলেই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিল। জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ্ সাহেব। তিনি জলসায় নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, মুসলমানদের মধ্যেও জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে উদ্বেগ থাকে। মাশায়েখগণ জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে অনেক কিছু বলে থাকেন। কিন্তু আপনাদের বক্তব্যগুলি শুনে জানতে পারলাম যে, আপনারা রসুলুল্লাহ্ (সা.) যে যতটা ভালবাসেন ততটা আমরা ভালবাসি না।

এরপর মিশন হাউস ও এবং তবলীগী কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১২৪টি মিশন হাউস বৃদ্ধি পেয়েছে আর এগুলি হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকা ও কিরগিযিস্তানও এর মধ্যে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও রয়েছে।

রাকিম প্রেসের রিপোর্ট রয়েছে। আল্লাহ্র কৃপায় এবছর তারা যথেষ্ট সংখ্যক বইপুস্তক প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে কুরআন করীম নাযেরা এবং হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.) আর আক্ষরিক অনুবাদ রয়েছে সেটি প্রকাশ পেয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বেশ উন্নত মানের প্রিন্টিংও হয়েছে আর বাইন্ডিংও ভাল হয়েছে। এখানে প্রদর্শনীতেও রাখা হয়েছে আর অনেকটা সাশ্রয়ী দামে এটা পাওয়া যাচ্ছে।

ওকালাতে তাসনীফ যুক্তরাজ্যের রিপোর্ট অনুসারে কুরআন করীমের ইরানী অনুবাদও এবছর প্রকাশ পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৭৬টি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আলবেনিয়ান অনুবাদও প্রস্তুত হয়ে আছে এবং ছাপার জন্য প্রেসে দেওয়া হয়েছে, ডেনিশ অনুবাদও প্রেসে দেওয়া আছে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর পাঁচটি পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে এবং এছাড়াও আরও অনেকগুলি বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে। এর মধ্যে যেগুলি ছেপেছে, সেই বইগুলি বুকস্টলেও পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয় রূপে বইগুলো ছেপেছে। এমনিতেই বইগুলির কভার বেশ আকর্ষণীয়। দামেও সস্তা, হাদিয়া খুব কম রাখা হয়েছে।

নাযারত ইশাআত কাদিয়ানের রিপোর্ট: নাযেরা কুরআন-এর নতুন পনেরো লাইনের সেটিং সহ কুরআন প্রকাশিত হয়েছে,যার প্রতি পৃষ্ঠার শেষে আয়াত সমাপ্ত হচ্ছে। এর বিন্যাস এবং মীর ইসহাক সাহেবের অনুবাদে তারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে এবং 'মনজুর' ফন্ট -এর সাহায্যে অনুবাদ করেছে। এছাড়াও হিন্দী, মালায়ালাম এবং গুজরাতি অনুবাদও হয়েছে। হযরত মৌলবী শের আলী সাহেবের অনুবাদ-কুরআন-এর মারাঠি অনুবাদ হয়েছে,এবিষয়ে তারা অনেক কাজও করেছেন। এটা লোকের অনেক পছন্দ, অ-আহমদীরাও এটা ক্রয় করে।

মালি অঞ্চলের মুরুব্বী লেখেন-সাকাসু শহরের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ফেস্টিবলে কুরআন করীম এবং জামাতের বই-পুস্তকের জন্য একটা স্টল দেওয়ার তৌফিক লাভ হয়েছে। একজন অ-আহমদী পুলিস অফিসার জামাতের স্টলে এসে জামাতের ফ্রেঞ্চ কুরআন অনুবাদ দেখেন। তিনি এতে ভীষণ প্রভাবিত হন, এতটাই যে, দশটি কুরআন ক্রয় করেন এবং বলেন, কুরআন করীম বোঝার জন্য এটা সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ। এই দশ কপি আমি পাড়ার মসজিদে রাখার জন্য নিয়েছি,যাতে মানুষ এর দ্বারা লাভবান হয়।

রূহানী খাযায়েন-এর আরবী অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং খোদার কৃপায় এটি ছেপেও গেছে।এবছর বারোটি পুস্তক ছেপেছে আর এইভাবে এর অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

জার্মানী ভাষাতেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তকের অনুবাদ হয়েছে। ৮২টি বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। এবছরও ১০টি বই তারা ছেপেছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যেমন তেলেগু, বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভাষায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই এবং জামাতের অন্যান্য বই ছাপা হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বই-পুস্তকের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ যেমন, বাংলা ভাষায় ২০টি, জার্মানী ভাষায় ১০টি, ইন্ডোনেশিয়ান ভাষায় ১০টি, ইংরেজিতে ৭টি, তেলেগু ভাষায় ৪টি, আরবী, উর্দু,ফার্সি ও তামিল ভাষায় তিনটি করে, ফ্রেঞ্চ, তুর্কিশ এবং লোগান্ডা ভাষায় দুটি করে এবং পর্তুগ্রীস ও কোরীয় ভাষায় একটি করে বই ছেপেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই নিয়ে আলোচনা এবং সেগুলির মাধ্যমে যে সব বয়আত হয়েছে, সে সম্পর্কে বেলজিয়ামের আমীর সাহেব লেখেন Renaud Quoidbach নামে একজন বেলিজ প্রফেসর মার্চ মাসে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি করেছেন। তাঁর বয়আত গ্রহণের পটভূমিতে বলা হয়েছে যে, পূর্বে তিনি খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা হিসেবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি জীবিত খোদার সন্ধান করার শুরু করেন। ভদ্রলোক বায়তুল মুজীব মসজিদেও আসা যাওয়া করতে থাকেন। এবং মিশনারী ইনচার্জ সাহেবের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ বৈঠক হয়েছিল। তিনিও খুব বেশি অসুস্থও থাকতেন। তিনি খোদার অস্তিত্বের সন্ধান করতে শুরু করেন সেই সূত্রে তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তকও দেওয়া হয় আর তিনি নিয়মিত আমার খুতবাও শুনতেন। ৬ই মার্চ-এর খুতবা শোনেন তিনি, যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে কুরআনের সৌন্দর্য ও গুণাবলী আমি বর্ণনা করেছিলাম তা শুনে তিনি বলেন, 'এরপর ক্রমশ আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস জন্ম নিতে শুরু করে'। আর তিনি বারবার খোদা তা'লার নাম

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

নিয়ে যিকরে ইলাহিও করতেন। দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে তিনি হল্যান্ডেও যান যাতে খোদার সন্ধানে নিভৃত বাস করতে পারেন। সেখানে তিনি খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে অধ্যায়ন করতে থাকেন, এরফলে খোদা তা'লার প্রতি তাঁর ঈমান সৃষ্টি হয় আর এখন তিনি বয়আতকরে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ওকালাত ইশাআত ও তাবাআত (প্রকাশনা বিভাগ) -এর রিপোর্ট অনুসারে ১০৫ দেশের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট বলছে গতবছর ৪৪৮ টি বিভিন্ন বইপুস্তক পামফ্লেট এবং ফোল্ডার আকারে ৪৭টি ভাষায় ৫০ লক্ষ ৮৯ হাজার কপি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি ভাষায় বই-পুস্তকের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে।৪৭টি ভাষায় বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে জামাত এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলির অধীনে ২৬টি ভাষায় ১২৪টি তালিমী তরবীয়তি এবং তথ্যমূলক নিবন্ধ সম্বলিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এর এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় এগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, এর মধ্যে আফ্রিকা ও ইউরোপের ভাষাও রয়েছে।

ওকালাত ইশাআত তারসিল (ডাক বিভাগ) বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে ৪৫টি দেশে ২৪টি ভাষায় এক লক্ষ ৬২ হাজারের অধিক বই-পুস্তক পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ৪ হাজার ৮১৪টি বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত বই-পুস্তক এবং ৯৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ফোল্ডার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ১৫লক্ষ ৯০ হাজার মানুষের কাছে ইসলাম-আহমদীতের বার্তা পৌঁছেছে।

প্রদর্শনী সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব। চেক রিপাবলিকে একটি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্র আমাদের প্রদর্শনী আসে। একজন ছাত্র লেখে, এই অনুষ্ঠানটি আমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য দান করেছে, এর জন্য আমরা ছাত্ররা আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। এক ভদ্রমহিলা লেখেন, আমি এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। আজ আমি অনেক সুন্দর ও নতুন জ্ঞান লাভ করেছি। আমার মনে পূর্বে যে সব দ্বিধা ও সংকোচ ছিল তা এই প্রদর্শনীর কারণে দূর হয়েছে। এখন আমার সামনে ইসলামের সম্পূর্ণ এক নতুন ও নান্দনিক চিত্র রয়েছে। প্রদর্শনী দেখার পর এক রিয়েল স্টেট এজেন্ট নিজের মতামত ব্যক্ত করে লেখেন- এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমার অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইসলাম এবং কুরআন সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন জানতে পেরেছি। আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে এবং মস্তিষ্ক এই বিষয়গুলিকে গ্রহণ করেছে। আজ আহমদীয়া জামাত আমার চোখ খুলে দিয়েছে। অনেক কিছু আমি পূর্বে শুনে রেখেছিলাম যা আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমি একদিকে যেমন ইসলামকে নেতিবাচক ধর্মের সমার্থক শব্দ হিসেবে মনে করতাম, সেখানে আজ এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমার জন্য ইসলাম এখন কেবল গঠনমূলক বিষয়ের সমষ্টি।

প্রদর্শনী দেখে এক যুবক ছাত্র বলে, কিছুকাল থেকে আমিকে খোদাকে অন্বেষণ করছি।সঠিক ধর্মের সন্ধান করছি, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। আজ জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমার যাবতীয় সংশয় দূর হয়েছে আর এই জামাতে আমি প্রশান্তি অনুভব করি। তাই আমি যদি মুসলমান হই তবে আহমদী মুসলমান হব।

বুক ফেয়ার এবং বুকস্টল যারা পরিদর্শন করেছেন তাদেরও প্রতিক্রিয়া এসেছে।

আসামের একটি জেলার নাম হল ধিমাজি। এই জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই অঞ্চলে বই-মেলায় জামাতের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করা হয়। মেলায় আমাদের স্টলটি ছিল মুসলমানদের পক্ষ থেকে একমাত্র স্টল আর সংবাদ পত্রে স্টলের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারও করা হয়েছিল। এরপর এখানকার চিফ জজ মুর্তজা চৌধুরী সাহেব নিজে থেকে আমাদের স্টলে আসেন। জামাতের পক্ষ থেকে বইমেলায় ইসলামের প্রতিনিধিত্ব দেখে তিনি আনন্দিত হন। স্টলে কর্তব্যরত খুদ্দামদের তিনি নিজের বাড়িতে আপ্যায়নের জন্য আমন্ত্রিত করেন। জামাতের প্রতিনিধিদের জন্য বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং জজ সাহেব বারবার একথা ব্যক্ত করেন যে, এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কিন্তু আপনারা এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এরপর তিনি নিজের মেয়েকে আমাদের স্টল থেকে বই ক্রয় করে দেন। তিনি ইন্টারনেটেও এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। অনুরূপভাবে আরও অনেকে আছেন ভারত তথা আসাম থেকে যারা গবেষণা করছেন। বইমেলার বুক-স্টল তাদেরকে প্রভাবিত করেছে।

স্পেন থেকে আব্দুল সবুর নুমান সাহেব বলেন, রবিবার দিন মাদ্রিদে মৌলানা করম ইলাহি সাহেব জাফর মরহুমের স্থানে তবলীগি স্টল লাগানোর সুযোগ থাকে। স্টলে আলজেরিয়ার জনৈক অধ্যাপক আসেণ। 'আল কাউলুস সারীহ' ও অন্যান্য জামাতীয় পুস্তক তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তিনি এই বই তিন বার পড়েছেন এবং ছয়জন সদস্য সপরিবারে আলজেরিয়ায় বয়আত করেছেন।

বিশ্বের নানান প্রান্তের পাঠাগার সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের ১০৪টি দেশে মোটি ৬২০টির বেশি আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত আছে, যেগুলোতে লন্ডন ও কাদিয়ান থেকে পুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে।

ওকালত তামীল ও তানফিজ-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, হযরত মসীহ মওউদ(আ.) -এর রচনাবলীর হিন্দী অনুবাদের কাজ চলছে। মোট ৮৮টি পুস্তকের মধ্য থেকে ৭৮টি পুস্তকের অনুবাদ হিন্দীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট পুস্তকগুলি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত আছে। অনুরূপভাবে নাযারাত ইশাআত এর রিপোর্টও আমি পড়ে দিয়েছি। অনুরূপভাবে যেসকল অতিথি সেখানে আসেন তাদেরকেও ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এর মাধ্যমে ভাল কাজ হচ্ছে।

আরবী ডেস্ক-এর অধীনে গত বছর পর্যন্ত আরবী ভাষায় যে সমস্ত বই ও পামফ্লেট প্রকাশিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৭৮টি। মালফুযাত-এর দশটি খণ্ড সম্বলিত পূণাঙ্গ সেটের আরবী অনুবাদ ছাপানোর জন্য প্রেসে দেওয়া হচ্ছে। মালফুযাত ছাপানোর পর সর্বমোট প্রকাশিত আরবী সেট ও বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৮৮টি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ৩৪টি বইয়ের আরবী অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে যার মধ্যে তালিকার শীর্ষে রয়েছে তফসীরে কবীর-এর দশটি খণ্ড। এছাড়াও আনওয়ারুল উলুম-এর কয়েকটি বই এবং অন্যান্য কয়েকটি বইয়ের আরবী অনুবাদ হয়েছে এবং কয়েকটি প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে।

আরবদের বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া এসেছে। এক ভদ্রমহিলা লেখেন, আমার নাম উম্মে ইসলাম। এম.টি. এ আরবীয়া-র মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এ যাবত বয়আত করি নি। তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানান যে, আপনাকে এটা আমার প্রথম চিঠি।দোয়ার মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার বিষয়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। দোয়ার পর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন ইমাম সাহেব যাঁর হাতে একটা কাগজ রয়েছে যা থেকে তিনি কিছু পাঠ করছেন। এরপর একদিন আমি টিভিতে চ্যানেল পরিবর্তন করতে গিয়ে একটি চ্যানেল যেখানে আমি সেই ইমাম সাহেবকেই দেখতে পাই যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আর তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)। তিনি লেখেন, আমার সালাম গ্রহণ করবেন এবং পরিস্থিতি সঠিক হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। এইরূপ আরবদের অসংখ্য ঘটনাবলী রয়েছে। তাঁরা আহমদীয়াতে যোগদানের পর দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠিয়ে থাকেন, এবং তাতে লেখেন যে কিভাবে তাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করছেন এবং কিভাবে কিছু কিছু ঘটনা তাদেরকে ঈমানকে দৃঢ়তা দানের কারণ হচ্ছে।

রাশিয়ান ডেস্কের রিপোর্ট: রাশিয়ান ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদের রিভিউ করা হয়েছে আর এর প্রুফ রিডিং শেষের দিকে রয়েছে। এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর মধ্যে সিররুল খোলাফা এবং বারকাতুদ দোয়ার রাশিয়ান অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। রিভিউ ও প্রুফ রিডিং এর কাজ হচ্ছে।অনুরূপভাবে হাকীকাতুল ওহী বইটিরও অনুবাদ করা হচ্ছে। তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন বইটিরঅর্ধাংশের অনুবাদ হয়ে গেছে। মালফুযাত এর সমস্ত খণ্ডের অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন এর রিভিউ-এর কাজ চলছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত সীরাত হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) -এর অনুবাদ হয়েছে, রিভিউ হচ্ছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)রচিত 'রহমতুল্লিল আলামীন, দুনিয়া কা মুহসিন' বইটিরও অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া আমার কিছু ছোট ছোট বইয়ের অনুবাদ তারা করেছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব রচিত 'হামরা খোদা' এবং শেখ সওদাগর মল সাহেব রচিত 'হায়াতে তৈয়্যবা' বইটিরও অনুবাদ হয়েছে। আরও অনেক বইয়ের অনুবাদও তারা করেছে আর রাশিয়ান ওয়েবসাইটে তারা বেশ কিছু বই-এর অনুবাদ আপলোড করেছে। গতবছর এই ওয়েব সাইটে ভিজিটের সংখ্যা ১১ হাজার ২০০ আর ইউটিউবে রাহে হুদা চ্যানেল উজবুক জাতির মাঝে দ্রুত নিজের জায়গা করে নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১১৫টি ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে, যেগুলি ৭১ হাজার বার দেখা হয়েছে। কয়েকশ সদস্য একে সাবস্ক্রাইবও করছে। কিরঘিয সাইটও রয়েছে যেখানে একলক্ষ ৯৮ হাজার ৭১৫ বার ভিজিট করা হয়েছে আর পেজ ভিজিটের সংখ্যা ৪লক্ষ ৩২হাজারের উপর।

বাংলা ডেস্কও আল্লাহ্র কৃপায় তবলীগী কাজও করে যাচ্ছে, এম.টি.এতে অনুষ্ঠানও করছে। বইপুস্তকও অনুবাদ করছে। তারা কুরআন করীমের অনুবাদও করেছে

আর এম.টি.এ-তে ৫২ ঘন্টার লাইভ বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত ইংরেজ গভর্নমেন্ট অউর জিহাদ' এবং 'রিভিউ বার মুবাহিসা বাটালবী চাকড়ালবি' বইদুটির অনুবাদ করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত 'আল্লাহ্ তাল'লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ' বইটির অনুবাদ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক বইয়ের অনুবাদ করা হচ্ছে। একটু কাজে গতি আনতে হবে, বাকি ধীরে ধীরে তাদের কাজ অব্যাহত আছে।

ফ্রেঞ্চ ডেস্ক: তারাও তোহফায়ে বাগদাদ, সীরাতুল আবদাল,আহমদী অউর গায়ের আহমদীয়োঁ মে ফরক, কায়েদা প্রভৃতি বইয়ের অনুবাদ করেছে। কয়েকটি বইয়ের রিভিউ দেখা হচ্ছে। এছাড়াও খুতবার অনুবাদের কাজ রয়েছে এবং সোশাল মিডিয়াতেও তাদের অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যেগুলির মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলাম আহমদীয়াতের পরিচয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুর্কিশ ডেস্ক: তুর্কি ভাষায় তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন,আহমদী অউর গায়ের আহমদীয়োঁ মে ফরক, দাফেউল বালা, 'হাক্কানি তকরীর বর ওয়াকেয়া ওফাতে বশীর' শীর্ষক বইটির অনুবাদ হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক অনুষ্ঠান তারা এম.টি.এর জন্য তৈরী করেছে। খিলাফতে ইসলামিয়া, খিলাফতে আহমদীয়া, খতমে নবুওত প্রভৃতি বিষয়ের উপর এম.টি.এ-তে তারা অনুষ্ঠান করেছে।

চীনি ডেস্ক: এরাও আল্লাহ্ তা'লার ফজলে অনুবাদের কাজ করছে আর চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব রচিত 'ইসলামের নারীর মর্যাদা'-এর চীনি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' এবং দিবাচা তফসীরুল কুরআন'-এর অনুবাদের কাজ চলছে। 'মজহব কে নাম পর খুন' (ধর্মের নামে রক্তপাত) বইটিরও অনুবাদের কাজ চলছে। এছাড়াও আরও কিছু বইয়ের অনুবাদ তারা করছে।

সোয়াহিলী ডেস্ক: এম.টি.এ-তে তাদেরও নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে আসছে। অনুরূপভাবে তারা কিছু বইয়ের অনুবাদও করছে।

ইন্ডোনেশিয়ান ডেস্ক: এরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছে এবং বইপুস্তকের অনুবাদের কাজও করছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর পুস্তকাবলীর অনুবাদ করছে এবং খুতবাগুলির নিয়মিত অনুবাদ করছে।

স্পেনিশ ডেস্ক: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানেও কাজ হচ্ছে। স্পেনিশ ভাষায় বেশ কিছু বইয়ের অনুবাদ তারা করেছে। ইজালায়ে আওহাম, দাফেউল বালা, জরুরাতুল ইমাম, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, হুজ্জাতুল ইসলাম এবং এছাড়া হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর একাধিক পুস্তকের অনুবাদ তারা করেছে, যেগুলি ছাপানোও হয়েছে। অনুরূপভাবে খুতবার অনুবাদও করেছে।

ফার্সি ডেস্কও খোলা হয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাইশটি বইয়ের ফার্সি অনুবাদ হয়েছে।

এবছর লিফলেটস এবং ফ্লাইয়ারস বিতরণের যে পরিকল্পনা ছিল, সেই অনুসারে ১০৭টি দেশে সামগ্রিকভাবে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার লিফলেটস বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে, যার মাধ্যমে ১কোটি ৮০ লক্ষ ৯১ হাজার মানুষের কাছে জামাতের বার্তা পৌঁছেছে। জার্মানী, যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়াম, মাল্টা,ফিনল্যান্ড, চেক-রিপাবলিক, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশ এর অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকান ব্লকের দেশগুলিও রয়েছে। যেমন-শীর্ষে কানাডার পর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ত্রিনিদাদ, মেক্সিকো, হাইতি, গোয়েতোমালা ডোমেনিকান রিপাবলিক, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, হন্ডুরাস, বেলিজ,প্যারাগুয়ে, জামাইকা, গায়ানা, বলিভিয়া।এরপর সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড মার্শাল আইল্যান্ড, মাক্রোনেশিয়া, ফিজি। আফ্রিকারদেশগুলির মধ্যে বুর্কিনাফাসো, বেনিন, তানজানিয়া, ক্যামেরুন, মাডাগাস্কার, কেনিয়া, চাড, জাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, কঙ্গো ব্রাজাভিল, কঙ্গো কিনশাসা, নাইজার, মরিশাস, ঘানা, গ্যাম্বিয়া, সিরালিওন, মালি, জিম্বাবুয়ে, টোগো, লাইবেরিয়া, বুরুন্ডি, ইকুয়েডেরিয়ল গিনি, ইউগান্ডা, গিনি কিরাকিরি। এছাড়াও ভারতেও তিন লক্ষের অধিক লিফলেট বিতরিত হয়েছে। জাপান, বাংলাদেশ, ইন্ডোনেশিয়া, ভুটান, নেপাল, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশেও হাজার হাজার সংখ্যায় লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

নাইজেরিয়ার মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন, আমরা আশপাশের দু'শর বেশি জামাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তবলীগ করেছি এবং পামফ্লেট বিতরণ করেছি। আমাদের পামফ্লেট পড়ে এক ব্যক্তি জুমআর দিনে আমাদের মসজিদে আসেন। তিনি বলেন, আমি দৈবক্রমে সেদিন জামাতের বিরোধিতা ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছিলাম। সেদিন জুমআর নামাযের পর আমি তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিই। উত্তর শুনে তিনি বলেন, আমি এত সহজে এই সব কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তাকে বলা হল, আপনি তিন বছর জামাতকে পর্যবেক্ষনে রাখুন এবং জামাতের বিষয়ে অধ্যায়ন করুন। যাওয়ার সময় তাঁকে 'আহমদীয়াত অর কাদিয়ানিসম' বইটি পড়ার জন্য দিই। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, সেই রাতে আমি নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন এই ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, যাতে মানুষের জন্য তবলীগের মাধ্যম হয়। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আশ্চর্যজনকভাবে পরের দিনই তিনি পুনরায় আসেন এবং আসা মাত্রই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন বিষয়টি এত দ্রুত আহমদীয়াত গ্রহণে আপনাকে প্রণোদিত করেছে?তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'লা এবং অধ্যায়ন আমাকে সাহায্য করেছে। এরপর তিনি বয়আত করে জামাতে শামিল হয়ে যান।এক মাসের মধ্যেই তিনি জামাতের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। জামাতের অনেকগুলি বই অধ্যায়ন করছেন আর একজন যুবকও তাঁর মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন।

যুক্তরাজ্যে লিফলেটের মাধ্যমে এক ইহুদী প্রফেসরের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা। সংবাদাতা রফীক উদ্দীন সাহেব বলেন, কেমব্রিজে তারা লিফলেট বিতরণের জন্য গিয়েছিলেন। কাজ শুরুর আগে দোয়ার জন্যও (আমাকে) লিখেছিলেন। বর্ষার দিন ছিল। বৃষ্টিতে একটি শপিং সেন্টারের বাইরে লিফলেট বিতরণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও কেউ সেখানে লিফলেট নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে নি। কিছুক্ষণ পর সুয়েনী নামে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে বলেন, আমি কিছুক্ষণ থেকে দেখছি, তোমরা বৃষ্টি ও ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে মানুষকে কিছু দিতে চাইছ, অথচ মানুষ এতে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমি তাকে বললাম, আমি ইসলামের বাণী প্রচার করছি। এইভাবে আমি তার কাছে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরলাম। তখন তিনি বললেন, আমি আপনাদের সম্পর্কে আরও জানতে ইচ্ছুক। তিনিআমার কাছে যোগাযোগ নম্বর নিলেন।কিছু দিন পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি। আলাপচারিতার মাঝে জানতে পারলাম যে, তিনি একজন ইহুদী ধর্মাবলম্বী। অর্থনীতিতে একজন সিনিয়র লেকচারার। ইসলামিক ফিনান্সনিয়ে তিনি দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন। তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল। যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে মুবাল্লিগগণের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত করানো হয়। ইসলামিক ফিনান্স নিয়ে তিনি যেহেতু দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, তাই ইসলামের বিষয়ে আগে থেকেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইসলামি নীতি দর্শন এবং অন্যান্য বই তাঁকে পড়ার জন্য দেওয়া হয়। তাঁকে বলা হয় , আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সত্য অন্তঃকরণে দোয়া করেন, তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সত্যের পথ দেখাবেন। এরপর তিনি লাইভ খুতবাও শুনতে শুরু করেন, আমাকে চিঠিও লিখতে শুরু করেন এবং দোয়াও করেন। তিনি কিছু স্বপ্ন দেখেন। একটি স্বপ্নে দেখেন, চতুর্দিকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম, গোলাগুলি ও বোমা-বর্ষণ হচ্ছে। জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ চলছে। এরই মাঝে আমাকে বলা হয় , যে ব্যক্তি তোমাকে ইসলাম আহমদীয়াতের বার্তা দিয়েছে তার কাছে চলে যাও। সে যেদিকে যায়, তুমিও সেদিকেই যাও। এই স্বপ্ন দেখে আমি আশ্বস্ত হই। এরপর তিনি একবছর পর্যন্ত যাচাই ও বিচার করার পর বয়আত করেন আর এখনও তিনি অবিচল আছেন। বয়আতের পর তাঁকে বেশ বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর পরিবার সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিতেন, তারাও কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দেয়। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ক্যান্সার ছিল তাঁর।

রিভিউ অফ রিলিজিয়নস পত্রিকাকে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সিনিয়র ডাইরেক্টরস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যুক্তরাজ্যে প্রফেশনাল পাবলিশিং এসোসিয়েশন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা দেশীয় স্তরে পাবলিশারদের প্রতিনিধিত্বের তদারকি করে থাকে। (বাকি পরের সংখ্যায়)

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 27 March 2025 Issue No.13

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)বলেন,

“কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর একটিতাৎপর্য একটি প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতা দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি ও কাশফী শক্তি (দিব্যদর্শন শক্তি) সমূহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা।রোযাদারকে সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণের মধ্যেইসময় কাটানো উচিত, যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই রোযা রাখে এবং প্রথা হিসেবে জন্য রোযা রাখে না তার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র হামদ, তসবীহ ও তাহলীলের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্য লাভের সৌভাগ্য হয়” (আল হাকাম, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭)।

রমযান সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)বলেন,

রমযানুল মুবারক আপনাদেরকে ইবাদতের মুল তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে। যদি আপনারা নিজেরা না শিখে থাকেন তবে যারা শিখেছে তাদেরকে দেখেছেন নিশ্চয়? ব্যতিক্রম ছাড়া কোন এমন একটি ঘর পাওয়া যাবে না যে ঘরে কেউ রমযানে ইবাদত করছে না বা কেউ রোযা রাখছে না। যদি এমনটি হয়ে থাকে তবে দূরে নয় বরং আজ এই জুমাতুল বিদায় উপস্থিত হয় নি। তাই না তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছাচ্ছে বা আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি না। আমি তাদের সাথে কথা বলছি, যাদের বক্ষে ঈমানের জলন্ত অঙ্গার অবশ্যই আছে আর খোদা তা’লা এই অঙ্গারকে সর্বদা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এটি তো আলোকিত জ্বলন্ত কয়লা ফলে একটি আশা তো করা যায়। তাই আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যাদের হৃদয়ে এ আশার জ্বলন্ত কয়লা আলো ছড়াচ্ছে। এখনও যদি ছাইয়ের নিচে পড়ে থেকে থাকে তবুও ভিতরে থেকে কয়লা এখনও জ্বলছে এবং জীবিত আছে। তাই এ দিক থেকে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, রমযানের এই বরকতসমূহের ফলে যে লোকেরা দিনে ইবাদত করতো এবং রাতে উঠতো না তাদেরকে রাতে ওঠা শিখিয়েছে। তাদেরকে খোদার দরবারে সেই আনুগত্য দান করেছে যা সাধারণ দিনগুলোতে তারা লাভ করতে পারতো না। রমযান গুনাহ্‌সমূহ থেকে রক্ষা পাবার এক বড় সুযোগ দান করে যা সময়ের দিক থেকে শর্তযুক্ত কিন্তু অবশ্যই তা লাভ হয়েছে। ঐ লোকেরা যারা নিজেদের বেদাত কাজ ছাড়তেই পারতো না অথবা পরিত্যাগ করার সামর্থ্য রাখতো না, সেহেরী থেকে ইফতার পর্যন্ত যে সীমাবদ্ধ সময় রয়েছে সে সময় তারা বাধ্য হয়, ঐ বাক্য সমূহ থেকে বিরত থাকে, রমযানএতে সাহায্য করে, রমযান আপনাদেরকে নেকীর কাজে চলার জন্য সেই লাঠির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, যে লাঠিতে ভর করে আপনারা ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে পারেন। (খুতবা জুমুআ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা’লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/ রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্ধ্বে এবং অনুর্ধ্ব ৪০ হতে হবে। * (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ –এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন-

(সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9888232530, 09682627592

ই-মেলঃ diwan@qadian.in

দারুস সানাআত কাদিয়ান

আহমদী ছাত্রদের ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

Ahmadiyya Vocational Training Centre

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে ও বিশেষ নির্দেশনায় ২০১০ সালে দারুস সানাআত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হল আহমদী ছাত্রদেরকে কারিগরী ও প্রায়োগিক দক্ষতা শেখানোর মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ তৈরী করে দেওয়া। দারুস সানাআত কাদিয়ান সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC দিল্লী এবং ISO দ্বারা নথিভুক্ত, যেকানে প্রতিবছর নিম্নোক্ত কোর্সগুলি পড়ানো হয়।

(1) Computer applications (2) Plumbing (3) Electrician (4)Welding (5) Motor vehicle (6) Diesel mcchanic (7) AC and Refrigerator

কাদিয়ানের বাইরে থাকা আহমদী ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা রয়েছে। থাকা ও খাওয়ার খরচ নেওয়া হবে না। কোর্সের বোর্ড ফি সুলভ কিস্তিতে নেওয়া হয়। যে সকল আহমদী ছাত্র স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি কিম্বা অষ্টম ও দশম শ্রেণীর পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে ইচ্ছুক তারা ভর্তির জন্য অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। আহমদী ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যাহ Personality Development এবং English Speaking এর ক্লাসও নেওয়া হয়ে থাকে। নতুন শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ১৬ই জুলাই, ২০২৫ তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে। বিস্তারিত জানতে নিচের দেওয়া ই-মেল আইডিতে যোগাযোগ করুন।

darulsanaat.qadian@gmail.com

Mob: 9872725895, 8604024043

(প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সানাআত)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir